

ধূমর দান্ডুলিপি

ফরিদ আহমেদ



Courtesy: National Geographic

লুঙ্গি পরা শ্যামল বর্ণের এই তরুণটি ঢাকা শহরের অগুনতি দরিদ্র রিকশাচালকের একজন আর ডানপাশের শ্মশ্রুত জটাধারী ব্যক্তিটি নিউইয়র্ক শহরের একজন ট্যাক্সি ক্যাব ড্রাইভার। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের চলতি সংখ্যায় পৃথিবীর অন্যতম ধনী আর দরিদ্রতম দেশের দু'জন খেটে খাওয়া মানুষের ছবি পাশাপাশি ছাপিয়ে তাদের বয়স, সপ্তাহে কতদিন বা প্রতিদিনে কতঘন্টা কাজ করে, প্রাত্যহিক আয়, ক্যালরি বার্নের পরিমাণ ইত্যাদির একটি তুলনামূলক চার্ট দেওয়া হয়েছে।

উন্নত এবং অনুন্নত বিশ্বের অর্থনৈতিক সুবিশাল পার্থকের মতোই দুই দেশের দু'জন মেহনতী মানুষের আয়ের মধ্যেও আসমুদ্র হিমাচল বৈষম্য। বাংলাদেশের তরুণটির নাম গোলাম সারওয়ার (ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকে অবশ্য ভুলক্রমে লেখা হয়েছে গোলাস সারওয়ার)। ঢাকার এই বিশ বছরের টগবগে তরুণ সারওয়ার বেঁচে থাকার তাগিদে প্রতিদিন ১০ ঘন্টা করে

সপ্তাহে ছয়দিন ঢাকা শহরে রিকশা চালিয়ে থাকে। সপ্তাহের মাত্র একটি দিন কাটে তার অবসরে। অন্যদিকে, ৪৯ বছরের ক্যাব ড্রাইভার ডোনোভান প্যামার প্রতিদিন ১২ ঘন্টার শিফটে সপ্তাহে ক্যাব চালায় মাত্র পাঁচদিন। বাকী দুইদিন তার ব্যয়িত হয় অবসর এবং বিনোদনমূলক কাজে। ঢাকা শহরে রিকশা চালিয়ে প্রতিদিন সারওয়ার আয় করে আমেরিকান মুদ্রায় দুই ডলার পয়ষটি সেন্টস মাত্র। বিপরিতে, প্রতিদিন ডোনোভানের আয় হচ্ছে ৯০ ডলার। যদিও ডোনোভানের আয় সারওয়ারের চেয়ে প্রায় তেত্রিশ গুন বেশি, এই অর্থ আয় করতে তাকে সারওয়ারের চেয়ে কায়িক পরিশ্রম করতে হয় মাত্র অর্ধেক। ১০ ঘন্টায় যেখানে সারওয়ারের ক্যালরি বার্নের পরিমাণ ৩২৯২ সেখানে ১২ ঘন্টায় ডোনোভানের ক্যালরি বার্ন করে মাত্র ১৮২৪।

মায়া কাড়া সারওয়ারের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, বাংলাদেশের আর দশটা খেটে খাওয়া মানুষের মতোই হয়তোবা তার মাথার উপরও ঝুলে আছে পারিবারিক বিরাট কোন দায়িত্বের বোঝা। সামান্য এই উপার্জনের উপরই হয়তো নির্ভরশীল বৃহৎ কোন পরিবারের একগাদা সদস্য। হয়তোবা সদ্য এই তরুণের আছে গোপন ভালবাসার বিশেষ কোন একজন। যার ভালবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে আছে তার নবীন হৃদয়। ক্লান্তিময় কোন অবসর মুহূর্তে যাকে নিয়ে স্বপ্নের ঘুড়ি উড়িয়ে সারওয়ার ভেসে যায় মেঘের সীমানা ছাড়িয়ে দূরদিগন্তে। তির তির করে তার বুকের মধ্যে হয়তো শিহরণ খেলে যায় ভালবাসার মানুষকে নিয়ে ঘর বাঁধার সোনালী স্বপ্নে। কম খেয়ে সে হয়তো বিন্দু বিন্দু করে পয়সা জমায় শুধুমাত্র অবসরের দিনে প্রেমিকাকে নিয়ে রমনা পার্কে বেড়ানো বা আলো আধাঁরিতে প্রেমাস্পদের উষ্ণ একটু ছোঁয়ার আশায় সিনেমা হলে যেয়ে বাংলা ছবি দেখার জন্য। জীবন সম্পর্কে এখনো অনভিজ্ঞ এই তরুণের বুকের মধ্যে হয়তো খেলা করে কত রঙ্গীন স্বপ্ন, কত আশার বসতি হয়তো লুকিয়ে আছে তার কোমল হৃদয়ে। শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত সারওয়ারতো আর জানে না, দারিদ্র ক্লিষ্ট বাংলাদেশে তার মতো লক্ষ লক্ষ তরুণের জন্য অপেক্ষা করে নেই কোন রোদমাখা উজ্জ্বল দিন। বরং কুৎসিত বদন হা করে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো লোলুপ দৃষ্টিতে অপেক্ষায় আছে কৃষ্ণ পক্ষের মতো নিঃসীম অন্ধকার।

প্রতিদিন মাত্র আড়াই ডলার করে আয় করে আর যাই হোক না কেন স্বপ্ন দেখার বিলাসিতা যে শোভা পায় না, তা হয়তো সারওয়াররা এখনো জানে না। তবে খুব বেশিদিনও লাগবে না সারওয়ারদের মতো এই সমস্ত তরুণদের স্বপ্ন ভঙ্গ হতে। তারপর শুধু কলুর বলদের মতো স্বপ্নহীন বিবর্ণ জীবনের একঘেয়ে ঘানি টেনে নিয়ে যাওয়া। বেঁচে থাকার আকুতিতে তিল তিল করে শরীরের সমস্ত প্রাণরস খরচ করা। অতঃপর পরাজিত জীবন শেষে একদিন অসময়ে মৃত্যুর কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ। নির্মলেন্দু গুণ তার এক কবিতায় এই সমস্ত সারওয়ার উদ্দেশ্যেই যেন লিখেছেন, তারপর একদিন ফুটো ফুসফুসে ঝরিয়ে রক্তের কণা টানে যবনিকা জীবনের।

নর্থ আমেরিকায় সকালবেলা টিম হর্টনস, স্টারবাক বা অন্য কোন কফি শপে যেয়ে এক কাপ কফি আর একটা ডোনাট কেনা অনেক লোকেরই মোটামুটি নিত্য দিনের অভ্যাস। এজন্য খরচ হয় সামান্য দুই বা আড়াই ডলার। জানি না সারওয়ারদের মতো আরো অসংখ্য সুবিধাবঞ্চিত তরুণের মনের অবস্থা কেমন হতো, যদি তারা কোনক্রমে জানতো যে তাদের সারা দিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির মজুরি সামান্য এক কাপ কফি আর একটা ডোনাটের মূল্যের সমান। সারাদিন অমানবিক পরিশ্রমের ফলে সারওয়ার যা আয় করে সুবিধাভোগী কিছু মানুষ সংবাদপত্রের পাতায় চোখ বুলোতে বুলোতে আয়েশ করে কফির কাপে চুমুক দিয়েই তা শেষ করে ফেলে। এ যেন মনুষ্যত্বের বড়াই করা মেকি সভ্যতার গালে নিষ্ঠুর চপেটাঘাত, চরম বিদ্রূপ। অনেকেই হয়ত স্মরণ আছে আশির দশকে প্রচারিত জনপ্রিয় একটি ধারাবাহিক নাটকের কথা। যে নাটকের মূল চরিত্র গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক (খালেদ খান) আক্ষেপ করে বলেছিল যে তার বেতন মাত্র দেড়ডজন আন্ডার সমান। সৈয়দ মুজতবা আলীর পন্ডিত মশাই গল্প যারা পড়েছেন তারা জানেন, গ্রাম্য স্কুলের পন্ডিত মশাই কিভাবে মর্মান্বিত হয়েছিলেন যখন তিনি জেনেছিলেন যে সাদা সাহেবের তিন পাওয়ালা কুকুরের পেছনে যা খরচ হয় তা তার সারা মাসের বেতনের চেয়েও বেশী।

দুঃখ, কষ্ট আর হতাশায় মাঝে মাঝেই মনে প্রবল সন্দেহ জাগে। সত্যি সত্যিই কি লক্ষ কোটি বছরের বিবর্তন পাড়ি দিয়ে মানুষ নামক এই দ্বিপদী প্রাণী আমরা প্রকৃতপক্ষেই সভ্য হতে পেরেছি। এই যে সভ্যতার এতো অগ্রগতি, মনুষ্যত্ব নিয়ে আমাদের কতো অহংকার, এর কি আদৌ কোন যৌক্তিকতা আছে। সত্যিই যদি আমরা সভ্য হতাম, সত্যিই যদি পশুত্বকে অতিক্রম করে আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের প্রাধান্য থাকতো তাহলে কি সারা বিশ্বে মানুষে মানুষে এতো ভেদাভেদ আর চরম বৈষম্য থাকতে পারতো। এক দিকে ধন দৌলত আর প্রাচুর্যের আধিক্যে কিছু লোক পৃথিবীতেই প্রতি মুহূর্তেই আশ্বাদন করে যাচ্ছে স্বর্গের অমৃত সুখ, আর অন্যদিকে বিরাট সংখ্যক হতভাগ্য মানুষ অভাব, অনটন আর দুঃখ-কষ্টের যাতাকলে পড়ে পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে সারা জীবন। এর যেন কোন ব্যত্যয় নেই, নেই পরিত্রানের কোন দৃষ্টিগ্রাহ্য উপায়।

এতো সব নৈরাজ্য আর নিরাশার মধ্যেও আশাবাদী হতে ইচ্ছে করে। হয়তো কোন একদিন সোনার জিওন কাঠির ছোঁয়ায় জ্বলে উঠবে মনুষ্যত্বের মশাল। সেই আলোয় আলোকিত হয়ে উঠবে সারওয়ারদের মতো অসংখ্য ভাগ্যহত সুবিধাবঞ্চিত অসহায় মানুষের জীবন।

নিত্য দিন অলীক স্বপ্নের জাল বুলি, সেই সুদিনের প্রত্যাশায়।

উইন্ডজর, ক্যানাডা

farid300@gmail.com